ফিলিস্তিনি জনগণের সাথে সংহতি প্রকাশের আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষ্যে
জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী –

২৯ নভেম্বর ২০০৫

ফিলিস্তিনি প্রশ্নের সমাধান এখনও অমীমাংসিত। ফিলিস্তিনিরা এখনও তাদের নিজ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুচনা দেখতে পাইনি। ইসরাইলিরাও একইভাবে তাদের রাষ্ট্রে নিরাপদবোধ করছে না।

গাজা উপত্যকা থেকে ইসরাইলি প্রত্যাহার এবং প্রত্যাহারকালে শান্ত পরিস্থিতি বজায় রাখতে ফিলিস্তিনিদের সাফল্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু করার ক্ষেত্রে আশার সঞ্চার করেছে। কিন্তু অব্যাহতভাবে সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়ায় উভয়পক্ষের মধ্যে সহযোগিতা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং পুনরায় হতাশা ও নৈরাশ্যের জন্ম দিচ্ছে।

পশ্চিমতীর ও গাজা উপত্যকার মধ্যে চলাচলের সুবিধার্থে পশ্চিমতীরের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা হ্রাসে দু'সপ্তাহ পুর্বে রাফা ক্রসিং খুলে দেয়ার বিষয়ে উভয়পক্ষ সম্মত হওয়ায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন ঘটনাবলির কারণে গুরুতর অর্থনৈতিক ও মানবিক সমস্যায় জর্জরিত সাধারণ মানুষ, বিশেষত ফিলিস্তিনি জনগণের জীবনে পরিবর্তন আনার এবং উভয় পক্ষের মধ্যে কার্যকর সহযোগিতা বৃদ্ধির নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ চুক্তির সময়োচিত ও পুর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য ফিলিস্তিনি ও ইসরাইলি নেতৃবৃন্দকে একে অন্যকে সাহায্য করায় এবং পক্ষচতুষ্টয়ের প্রতিনিধি জেমস উলফেনসনের সাথে একত্রে কাজ করার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি। উভয়পক্ষের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে ফিলিস্তিনি অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে এবং মানবিক সমস্যা নিরসনে আন্তর্জাতিক দাতাগোষ্ঠীর অব্যাহত সহযোগিতায় গতির সঞ্চার হয়।

শীঘ্রই ফিলিস্তিনি ও ইসরাইলিরা ভোট প্রদান করবে। এ নির্বাচন শান্তি প্রক্রিয়ার ভবিষ্যতের ওপর গুরুত্বপুর্ণ প্রভাব ফেলবে। শারম-আল-শেখে উপনীত সমঝাতা চুক্তির বাস্তবায়ন এবং পারস্পরিক আস্থা তৈরির কাজ নির্বাচন মৌসুমের কারণে যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় সে জন্য সব পক্ষকে লক্ষ্য রাখতে হবে। একই সাথে প্রত্যাহার পরিকল্পনাকে বৃহত্তর বিষয়গুলোর অগ্রগতি অর্জনের ক্ষেত্রে চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হলে, রোডম্যাপ পরিকল্পনার অধীনে পক্ষগুলো তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নতুন করে অঙ্গীকার করবে। উলে-খ্য, নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক প্রণীত এ রোডম্যাপ পরিকল্পনা উভয় পক্ষই গ্রহণ করেছে। ফিলিস্তিনি জনগণকে এ নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে যে, বসতি সম্প্রসারণ ও বেষ্টনী নির্মাণের ফলে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না । অন্যদিকে ইসরাইলি জনগণকে এ নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে যে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থতা তাদের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করবে না।

রোডম্যাপ পরিকল্পনার আওতায় তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য আমি পক্ষচতুষ্টয়ের সাম্প্রতিক আহবানকেই পুনর্ব্যক্ত করছি। এ পরিকল্পনার অধীনে নিরাপত্তা পরিষদ, বিভিন্ন ফিলিস্তিনি সংস্থা প্রতিষ্ঠা, মানবিক বিষয়ে সাড়া প্রদান, সুশীল সমাজ ও বসতি স্থাপনের সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। ইসরাইলের সাথে শান্তি ও নিরাপদে বসবাসকারী একটি সার্বভৌম ও গণতান্ত্রিক ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় একক লক্ষ্য অর্জনের একমাত্র পথ হল রোডম্যাপের অধীনে কর্তব্যসমুহ পালন করা। শান্তির ভুমি প্রতিষ্ঠার নীতিমালা এবং নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২,৩৩৮,১৯৭,১১৫ নং প্রস্তাবের ভিত্তিতে ফিলিস্তিনি প্রশ্নের একটি পুর্ণাঙ্গ, ন্যায্য ও স্থায়ী সমাধান অর্জনে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আসুন একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রে শান্তি ও সমৃদ্ধিতে বসবাসের ফিলিস্তিনি জনগণের স্বপ্ন বাস্তবায়নে ও তাদের জন্মগত অধিকারসমুহ লাভে সহায়তার জন্য আমরা সকলে মিলে চেষ্টা করে যাই।

** ** **